# ছবির মাধ্যমে র‍্যাগিং নয়, বন্ধুত্বের বার্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

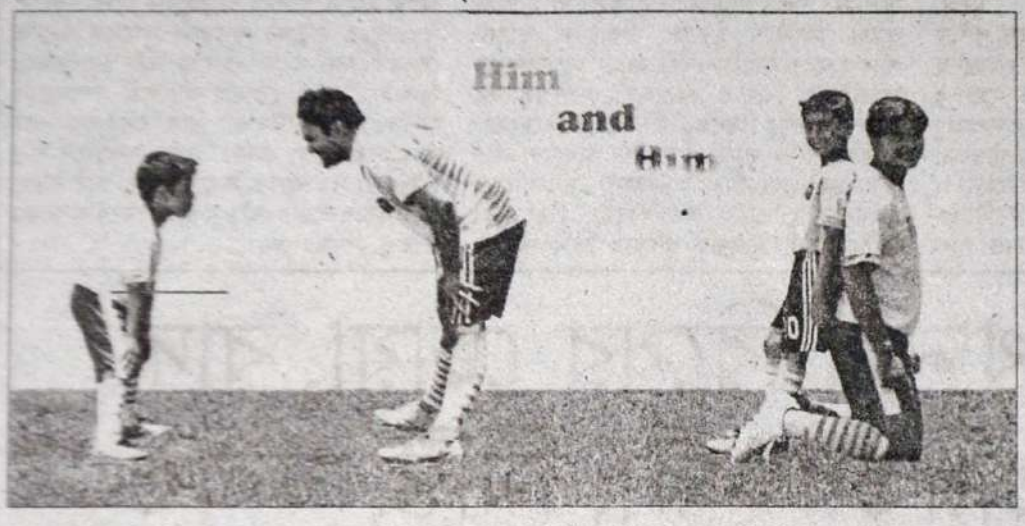


চন্দ্রাণী দে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস জুড়ে লাগানো হচ্ছে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচারের টিজার বিজ্ঞাপন। টিজার ছবিগুলির মধ্য দিয়ে কি বার্তা দেওয়া হয়েছে শেষ ছবিটি না দেখা পর্যন্ত তা বোঝা যাবে না। বিজ্ঞাপনগুলির মাধ্যমে ছোট্ট কথায় খেলোয়াড়ি মনোভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ের পরিবর্তে বন্ধুত্বকেই বেছে নিতে বলা হয়েছে। যাদবপুরের ক্যাম্পাসে মাঠের গা ঘেঁষে যাওয়ার সময় যে ছেলেগুলি সবুজ মাঠের জলকাদার মধ্যে বল নিয়ে নাচাতে থাকে, তাদের কাছে এই ছবির অর্থ অনেকটাই স্পষ্ট। কিন্তু খেলোয়াড়ি মনোভাব বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট করার জন্য চিত্রগ্রাহক ও ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর পরাগ সরকার মাঠ মানসিকতাকেই বেছে নিয়েছেন।

ছোট আর বড়োর মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার একটাই শর্ত- হাতে হাত ধরে বন্ধু হয়ে থাকা। বন্ধু মানে খেলার মাঠে বল নিয়ে লোফালুফি করতে করতেই শুধু বড় হয়ে যাওয়া নয়, মনের দিক থেকে মানসিকতার দিক থেকেও বড় হতে সাহায্য করা। খেলার মাঠে গোল করার জন্য বা ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক সময়েই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় অনভিজ্ঞকে উৎসাহিত করে, পিঠ চাপড়ে বলে দেয় সাবাস্। এরপরেই নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোলের দিকে দৌড় শুরু করে ছোট ছেলেটা। এটাই তো মাঠের কথা, খেলোয়াড়ি ভাষা।

আগামী প্রজন্ম চায় বন্ধুত্ব। আর তা করতে গেলে র‍্যাগিংটা বাদ রাখতেই হবে। ক্যাম্পাসের মধ্যে বন্ধু হয়েই থাকতে হবে আগামী দিনগুলোতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং বিরোধী প্রচারে এই বার্তাই ফুটিয়ে তুলেছে টিজার ছবিগুলি।

ছবিগুলির সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট বার্তা- 'হিম অ্যান্ড হিম' ছবিতে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল, 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' ছবিতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবং 'রেড অ্যান্ড গ্রিন' ছবিতে জার্মানি আর স্পেন। প্রত্যেক ছবিতেই আছে বড় দাদা আর ভাই। খেলার মাঠে আর্জেন্টিনার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল, আবার জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন। খেলার মাঠে জেতার জন্য মরিয়া সকলেই। সেই তালিকাতে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানেরও জুড়ি মেলা ভার। দু'দলই দুই মুখো নীতি নিয়ে খেলতে চায়। কিন্তু নতুনদের সঙ্গে খেলার কৌশল ভাগ করে নিতে পারে বড়রাই। পিঠ চাপড়ে জিতিয়ে দিতে পারে খেলার মাঠে। এটাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও। ক্যাম্পাসে থাকা ছবিগুলির মধ্যে শেষ ছবিতে দেখা যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এদের সকলের কাছে খেলোয়াড়ি মনোভাবটাই আসল।

র‍্যাগিং টিকিয়ে রাখাটা কোনও শিক্ষাকেন্দ্রের সংস্কৃতি হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরে নতুন ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানোটাই বড়দের কর্তব্য। র‍্যাগিং করে বন্ধুত্ব হয় না, বরং ছড়ায় আতঙ্ক। এপ্রসঙ্গে ডিন অফ স্টুডেন্ট রজত রায় জানালেন, র‍্যাগিং এখন অনেকটাই কমে গেছে। কিন্তু তারপরেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচার রাখতে হবে। টিজার বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে পরাগবাবু ক্যাম্পাস থেকে র‍্যাগিংয়ের ভয় মুছে দিতে চেয়েছেন। পরাগবাবু নিজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশনের প্রাক্তনী। ছবির মধ্যে দিয়ে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচার তিনি এর আগেও করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মনে স্পোর্টিং স্পিরিট জাগিয়ে তুলতে পারলেই র‍্যাগিং কমে যাবে বলেই মনে করছেন রজতবাবু।